আর উনি বসে কীসের চিন্তায় যেন মগ্ন ছিলেন। আমি উনাকে দেখে বেশ ভয়ই পাচ্ছিলাম। তাঁর পাশে গিয়ে বসলাম। বেশ একটা অস্বস্তিকর নীরবতা। আমার মনে অনেকগুলো প্রশ্ন খুটখুট করছিল। একপর্যায়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, আল্লাহ কেন কুরআনে হুরের ব্যাপারে বলেছেন?'

তিনি আমাকে তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে কিছু কথা বলেছিলেন, যা আমার কাছে বেশ যৌক্তিক মনে হয়েছে। তিনি এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করেছেন। এ ছাড়াও আরেকজন আলিম, তার সাথেও আমার নিউইয়র্কেই দেখা হয়েছিল, তিনি আরেক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। যাহোক, সেসব ব্যাখ্যাতে আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। আমি জানি না, আপনারা সন্তুষ্ট হবেন কিনা। কিন্তু আমি নিশ্চিত আমি সন্তুষ্ট।

তিনি বলেছেন, আমাদের সমাজে ছেলেরা সব সময় আশেপাশে অশ্লীলতা দেখে। নবিজি ﷺ উনার উম্মাহর জন্য এই বেহায়াপনা/অশ্লীলতা নিয়ে সবচেয়ে বেশি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। আর আমাদের ধর্ম অন্যান্য ধর্মের তুলনায় ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি রক্ষণশীল ও নিয়ন্ত্রিত। সেটা ছেলে-মেয়েদের পোশাক-পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে দুই বিপরীত লিঙ্গের মাঝে কী ধরনের কথোপকথন হবে, কোনো নন-মাহরামের সাথে একা থাকলে কী হবে, কোনো মজলিশে কী ধরনের আয়োজন হবে, ছেলে-মেয়ের জন্য সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। এ ক্ষেত্রে অনেক বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে।

দূর নূরে তো এমনকি কেউ আপনার বাড়িতে এলে কীভাবে ঢুকতে হবে, সেটা পর্যন্ত শেখানো হয়েছে। কেউ দরজা নক করল আর ঢুকে পড়ল, এরকম হবে না। মহিলাদের আগে নিজেদের ঠিকঠাক করার সুযোগ দিন। আলাদা হয়ে যেতে দিন... ইত্যাদি। এত বিস্তারিত নিয়মকানুন বর্ণনা করা হয়েছে যে, দিনের একটা নির্দিষ্ট সময় আছে যখন আপনার সন্তানও এমনকি আপনার রুমে প্রবেশ করতে পারবে না। তাদেরকে বাইরে থেকে নক করতে হবে। ঘরের মাঝেও ছেলে-মেয়েদের মেলামেশার জন্য কিছু নিয়মাবলি আছে। এটা বেশ চমৎকার একটা ব্যাপার। আপনারা হয়তো এ বিষয়টাও জানেন যে, ছেলে-মেয়ের একটা নির্দিষ্ট বয়সের পর গায়ে দেবার কাঁথাও শেয়ার করতে পারে না। আমাদের ধর্মে এরকম অনেকগুলো অসাধারণ বিধিনিষেধ ও সতর্কতা আছে। এটা ভেবে দেখার মতো বিষয়।

পুরুষেরা জান্নাতে হুর পাবে, নারীরা কী পাবে

টিটকারি করে অনেককে বলতে শুনবেন, 'কী, তোমাদের জন্য জান্নাতে নাকি ৭০টা করে পরি থাকবে? তোমরা নাকি এজন্য মানুষ মারো?'

জান্নাতে হুর পাওয়া নিয়ে লুকোছাপা বা লজ্জার কিছু নেই। আল্লাহ কুরআনে এই ব্যাপারে নিজেই বলেছেন। আমি যখন ইসলামের ব্যাপারে জানতে শুরু করলাম, তখন কিছু বিষয় ছিল যা আমি একা একা বের করতে পারিনি। তার মধ্যে একটা ছিল, পুরুষেরা হুর পাবে, নারীরা কী পাবে?

আমার মাথায়ও কিন্তু এই প্রশ্ন এসেছিল। কেন এসব রোমাঞ্চকর পুরস্কার. সুন্দরী স্ত্রী, এই ধরনের জিনিসগুলোর কথা কুরআনে বলা হয়েছে। আর শুধু তাই না, এগুলোর বর্ণনাও খুব বিস্তারিতভাবে এসেছে।

একবার ড. ইসরার আহমেদ রাহিমাহুল্লাহর সাথে খুবই অল্প সময়ের জন্য ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে কথা বলেছিলাম। তিনি বেশ রাশভারী চরিত্রের মানুষ ছিলেন। অবশ্য এখন তিনি মারা গেছেন।

তখন তিনি নিউইয়র্কে ছিলেন। আমি উনাকে প্রথমবারের মতো উনার মাথার বিশাল টুপিটা ছাড়া দেখেছিলাম। তিনি বেশ আরাম করে বসে ছিলেন। উনার পাশে আরেক আংকেলও ছিলেন। উনার চুলগুলো উল্টো করে আঁচড়ানো

এজন্য পরিশ্রম করতে হবে। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। আপনাদের নিজেদেরকে বদলাতে হবে। নিজের জন্য নয়, আপনার সন্তানের জন্য। আপনি যখন বাসায় আসেন, তখন আপনার বাচ্চারা আপনার সাথে খেলতে চায়। 'আব্বা, আমাকে কোলে তুলে নাও, আমাকে ঘোরাও, এটা করো, ওটা করো। আর একটুখানি করেই আপনি এমন কাহিল হয়ে যাওয়ার ভান করেন। 'আব্বাকে এখন একটু শুতে হবে, একটু অপেক্ষা করো।' এটা ঠিক না।

বাচ্চাদের নিয়ে পাহাড়ে উঠুন, তাদের সাথে খেলাধুলা করুন। বাড়ির আঙিনায় দৌড়াদৌড়ি করুন। তাকে সময় দিন। সন্তান আর আপনার মাঝের সংকোচ দূর করার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার। তা না হলে, সে যেকোনো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে কথা বলতে পারবে না। আমি এটা আপনাদের এ কারণে বলছি যে, যখন তারা একটি নির্দিষ্ট বয়সে পৌঁছাবে, তখনো কথা বলার মতো কারও সেই প্রয়োজনটা থেকেই যাবে। সেই মানুষটি আপনিই হয়ে যান না। বাইরের ছেলেপেলে, বড় ভাই, গালফ্রেন্ড বা বয়ফ্রেন্ড লাগবে কেন? আপনিই হয়ে যান তার কাছের মানুষ।

হঠাৎ করে নিশ্চই আপনি আবিষ্কার করতে চান না যে, আপনার বাচ্চা যেন অন্য কেউ। অর্থাৎ অচেনা একজন। আপনি আলাপকালে হয়তো একসময় বুঝতে পারলেন, এই সন্তানকে আপনি চেনেন না। এত বছর এক ছাদের নিচে বসবাস করার পরও কীভাবে এমনটা ঘটল, সেটা ভেবে আপনি নিজেই অবাক।

'এ, এটা তো কবেই ঘটে গেছে বাবা। কবেই ঘটে গেছে।' শুধু আপনিই জানতেন না। আপনি ছিলেন মহা ব্যস্ত। আপনার সময় ছিল না। আপনি জানতে চাননি বা পারেননি।

আপনাকে আপনার সন্তানদের জন্য বিশেষ সময় তৈরি করে নিতে হবে। এটা হবে শুধু তাদের সময়। যদি আপনার অনেক সন্তান থাকে, তাহলে আপনাকে সময় রাখতে হবে, প্রতিটা সন্তানই যেন আলাদা আলাদা মনোযোগ আর সময় পায়। অন্য কারও কাছ থেকে নয়, শুধু আপনার কাছ থেকে। কোনো বন্ধু নয়, কোনো গ্যাজেট নয়, কোনো কিছুই নয়, শুধু আপনি। এটা করতেই হবে। ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার সন্তানকে সময় দিন

মায়েদেরকে প্রাকৃতিকভাবে আল্লাহ কিছু উপহার দিয়েছেন। যেমন : মাতৃত্বের ব্যাপারটা তাদের মধ্যে অধিকতর সহজাতভাবে আসে। আল্লাহ এটি তাদের দান করেছেন। এ কারণেই তারা মমতাময়ী, কোমল, যত্নবান এবং বেশি উদ্বিগ্ন।

বাবাদেরকে এটার জন্য চেষ্টা করতে হয়। আপনি বাসায় বসে আছেন, আপনার বাচ্চা পড়ে গেল। কে দ্রুত এগিয়ে আসবে? 'আহা বাবা কী হয়েছে বা আম্মু কী হয়েছে?' এধরনের কথা বলে মা-ই কিন্তু আগে দৌড়ে আসে।

অন্যদিকে দেখবেন, বাবা তার জায়গাতেই বসে আছে। বসে থেকেই বলে, 'নিজেই উঠতে পারবে, কিছু হয়নি, কিছু হয়নি। কোনো ব্যাপার না। ধুলা ঝেড়ে ফেল। কিছু হয়নি বাবা। চিন্তার কিছু নেই। সামান্য ব্যথা পেয়েছ।'

এদিকে মা কিন্তু দিশেহারা হয়ে যান। এটি তার মধ্যে স্বভাবজাত। কিন্তু সন্তানকে ইসলামের উপর মানুষ করার জন্য বাবা-মা দুজনকেই সক্রিয় ভূমিকা রাখতে হবে। আর আমি খেয়াল করে দেখেছি যে, এ জায়গাটিতেই আমরা অনেক পিছিয়ে।

আমরা যদি আমাদের সন্তানদেরকে ইসলামের মধ্যে বড় করতে চাই, তাহলে আমাদের প্রথম যে কাজটি করতে হবে তা হলো, আমাদেরকে তাদের বন্ধু হতে হবে।

সূচিপত্র

১.	বাবা ও কাকের গল্প	১৩
২.	সুখী দাম্পত্য জীবনের জন্য	১৭
৩.	সবার আগে পরিবার	২৩
৪.	সন্তান প্রতিপালন	২৯
৫.	জোর করে বিয়ে	৩৪
৬.	গর্ভপাত	৩৭
৭.	বিয়ে : পছন্দ-অপছন্দ ও চাপানো	৪১
৮.	পতনপূর্ব অহংকার	৪৪
৯.	মা-বাবার সাথে	৪৯
১০.	বিধবা বিয়েঃ ভুলে যাওয়া সুন্নাহ	৫৫
১১.	কীভাবে সন্তানদের নামাজের জন্য উৎসাহিত করবেন	৫৮
১২.	স্ত্রী এবং শ্বশুর-শাশুড়ি	৬০
১৩.	আপনার সন্তানকে সময় দিন	৬৪
১৪.	পুরুষেরা জান্নাতে হুর পাবে, নারীরা কী পাবে	৬৬
১৫.	ইসলামে স্ত্রীর অধিকার	৭২
১৬.	বিয়ে আর ডেটিং কি এক	৭৭
১৭.	আমার স্ত্রী হিজাব করছে না, কী করব	৮২
১৮.	সন্তানকে কীভাবে ইসলামের শিক্ষা দেবেন	৮৪
১৯.	সন্তানহীনতা কি আল্লাহর শাস্তি	৯৫
২০.	অর্ধাঙ্গীনি না কষ্টাঙ্গীনি	৯৮
২১.	ব্যর্থ প্রজন্মের লক্ষণ	১০০
২২.	সন্তানের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের গুরুত্ব	১০৫
২৩.	আমার সবচেয়ে প্রিয় দোয়া	১১১
২৪.	দেশি বিয়ে	১১৫
২৫.	ইবরাহিম (আ.)-এর সন্তান ভাবনা	১১৭
২৬.	উস্তাদ নোমান আলী খান-এর জীবনী	১৩১
২৭.	পরিশিষ্ট : শারঈ সম্পাদকের কথা	১৩৭
২৮.	পরিশিষ্ট : নোমান আলী খানের কাজসমূহ যেখানে পাবেন	১৪০
২৯.	পরিশিষ্ট : বায়্যিনাহ টিভি কী	১৪১